নদিয়া জেলা পরিষদ

জেলা জনস্বাস্থ্য শাখা

জনস্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নয়নে ''জন উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য''কার্যক্রমের ভূমিকা

জাতীয় গ্রামীন স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নেতৃত্বে ''জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য''কার্যক্রমের ভূমিকা অপরিসীম। এই কার্যক্রম সমাজের প্রতিটি কোনায় কোনায় এবং প্রতি পরিবারে প্রবেশ করে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত এক বিবর্তন মূলক সূদুরপ্রসারী উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

''জন উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য'' কার্যক্রম রূপায়নে বিভিন্ন স্তর :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অধিনে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোউন্নয়ন সংস্থা।এই সংস্থার অন্তর্গত ''রাজ্য জনস্বাস্থ্য শাখা''যার সর্বময়কর্তা হচ্ছেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব তাছাড়াও আছেন একজন যুগ্ম সচিব,উপসচিব এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ ।জেলা পরিষদে আছে জেলা জনস্বাস্থ্য শাখা । এই শাখায় একজন কার্যক্রম সমন্বয়কারী রয়েছেন যিনি জেলা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক ও সচিবের নির্দেশ অনুসারে জন উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম সারা জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত তথা গ্রাম সংসদস্তরে নিবিড়ভাবে রূপায়নে ব্রতী। জেলা স্তরে এই কার্যক্রমের সাথে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি, নোডাল মেডিকেল অফিসার এবং এই শাখার কর্মীবৃন্দ রয়েছেন। পঞ্চায়েত সমিতিতে যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক হচ্ছেন এই কার্যক্রমের নোডাল অফিসার, তাছাড়াও রয়েছে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি। সমষ্ঠি উন্নয়ন আধিকারিকের নির্দেশে এই কার্যক্রম নির্দেশিত হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এই কার্যক্রম রূপায়নের দায়িত্বে রয়েছে জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা উপসমিতি, প্রধান সাহেব ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব/নির্বাহী আধিকারিক। গ্রাম সংসদস্তরে জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম নিবিড়ভাবে রূপায়নে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মধ্যে জনস্বাস্থ্যের কার্যকরী কমিটি ও এই কমিটির অধিনে একটি স্ব-নির্ভর দল সমাজের আপামর জনগনের সঙ্গে নিবিড়ভাব যোগাযোগ রেখে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বাস্তবগত সমস্যা দূরীকরনে তৎপর ভূমিকা নিয়েছে।

<u>বর্তমান বাস্তবতার নিরীখে ‘‘জন উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য ’’কার্যক্রমের গুরুত্ব :</u>

গ্রাম সংসদ স্তরে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মধ্যে একটি জনস্বাস্থ্যের কার্যকারী কমিটি যার মধ্যে রয়েছে নির্বাচিত প্রতিনিধী, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উন্নয়ন সমিতির তিনজন মহিলা সদস্যা, তিনজন স্ব-নির্ভর দলের মহিলা সদস্যা, সংশ্লীষ্ট গ্রাম সংসদে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মী, আশাকর্ম্মী ও অঙ্গনওয়ারী কর্মীরা। এই কমিটির গ্রামস্তরে জনস্বাস্থ্যের উপর সমন্বয়মূলক মাসিক সভা হচ্ছে যেখানে কমবয়েসে বিবাহ রোধ, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহন, নিরাপদ মাতৃত্ব, শিশু মৃত্যু, মাতৃ মৃত্যুর কারন ও প্রতিরোধ, শিশুর মায়ের বুকের দুধ পান, বিভিন্ন সংক্রামক রোগ, যথা- এইডস্ ,যক্ষা, ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, প্রতিরোধ, শিশু তথা পরিবারে সু-আভ্যাস জাগ্রত, হঠাৎ রোগের প্রাদুর্ভাব প্রতিহতকরন, সার্বিক টিকাকরন, স্বাস্থ্যবিধান কর্মসুচি, পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ের উপর বাস্তব আলোচনা ও সমস্যার প্রতিকারের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে অনেক মানুষের সাথে সংযোগ বৃদ্ধি করা যাচ্ছে। ‘‘জন উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম’’ রূপায়নের লক্ষ্যে প্রতি গ্রাম সংসদ পিছু ১০,০০০/ টাকা আসছে। এই টাকা জনস্বাস্থ্যের উপর সচেতনতা শিবির, জনস্বাস্থ্যের উপর দেওয়াল লিখন, দুঃস্থ গরীব মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, টিউব ওয়েলের চাতাল মেরামতি, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্যের কাজে যুক্ত স্বনির্ভর দলকে মাসিক ৫০০/- টাকা ভাতা দেওয়া, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নকল্পে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বাস্তব স্তরে কাজ করা হচ্ছে। জন উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমের অধিন ‘‘চতুর্থ শনিবারের’’গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের জনস্বাস্থ্যের মাসিক সভা হচ্ছে যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে জনস্বাস্থ্য, শিশু নারী ও সমাজ কল্যান দপ্তরের সমন্বয়ে সমাজের মূলস্তরের জনস্বাস্থ্য ও বাস্তব সমস্যা সমাধানে প্রস্তাবনা ও পরিকল্পনা গ্রহন এবং তিনটি বিভাগের সমন্বয়ে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা দূরীকরন করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন স্তরকে একটি ছত্রছায়ায় এনে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানে বাধা দূর, ও পরিষেবা গ্রহনে মানুষের মধ্যে প্রচার, মানুষের কাছে পরিষেবা পৌছানো ও পরিষেবা গ্রহনের তাৎপর্য তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে।

<u>নদিয়া জেলায় জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম :</u>

নদিয়া জেলায় ১৭টি ব্লক, ১৮৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ২১৪২টি গ্রাম সংসদ রয়েছ যার সর্বত্র জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম নিবীড় ভাবে রূপায়ীত হচ্ছে। ২০০৮-০৯ ও২০০৯-১০ আর্থিক বৎসরে প্রথম পর্যায়ে ১২টি ব্লকের সমস্ত গ্রাম সংসদের জন্য গ্রাম সংসদ পিছু ১০,০০০/-টাকা করে এবং ২০১০-১১ আর্থিক বৎসর থেকে সমগ্র ১৭টি ব্লকের সমস্ত গ্রাম সংসদের জন্য গ্রাম সংসদ পিছু ১০,০০০/-টাকা করে বরাদ্দ হচ্ছে। এই কার্যক্রম রূপায়নে সমস্ত Block sensitization,G.P.sensitization সম্পূর্ণ হয়েছে। গ্রাম সংসদ স্তরে ২০৭৯টি জনস্বাস্থ্যের কার্যকরী কমিটি/অ্যাডহক কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ১৮৭টি গ্রাম পঞ্চায়তের

১৯৯৩টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির জনস্বাস্থ্যের কার্যকারী কমিটি ও নির্বাচিত স্ব-নির্ভর দলকে জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্যের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। স্বনির্ভর দলগুলি জনস্বাস্থ্যের কার্যকারী কমিটির অধীনে প্রাথমিকভাবে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক পরিবার সমীক্ষা ও সংকলন করে পরিকল্পনা ভিত্তিক রোগ প্রতিরোধ ও সু-স্বাস্থ্য বজায়ের লক্ষ্যে সমাজের পিছিয়ে পড়া পরিবারের সাথে নিবিড় ভাবে যোগাযোগ রেখে মাসিককাজ করে চলেছে। তাছাড়াও নদিয়া জেলা পরিষদের জেলা জনস্বাস্থ্য শাখার অধিন ৫৫টি হোমিওপ্যাথিক (বাজেটহেড), ১৩টি আয়ুর্বেদীক ও ৫৪টি হোমিওপ্যাথিক (আয়ুষ, এন.আর.এইচ.এম) গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ডিসপেনসারী গ্রামের দু:স্থ গরিব মানুষের সেবায় নিয়োজিত। এই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে দু:স্থ মানুষ বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও ঔষধ পেয়ে থাকেন ।

''জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য''কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের মূলস্তরে জনস্বাস্থ্য, শিশু ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকে এক ছত্রছায়ায় আনা সম্ভব এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে সমাজেরা আপামর জনগনের সাথে সংযোগ বৃদ্ধি করে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিধান বিষয়ে এলাকার উন্নতিকল্পে মানুষের অংশীদারীত্ব বারান ও তার সাথে রোগ প্রতিরোধ ও সু-স্বাস্থ্য বজায়ের পথে অন্ধবাধা দূরকরা সম্ভব। এব্যপারে গ্রাম সংসদস্তরে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির জনস্বাস্থ্যের কার্যকরী কমিটির জনস্বাস্থ্যের উপর মাসিক বৈঠক, তৃতীয় শনিবারের সাবসেন্টারের বৈঠক চতুর্থ শনিবারের গ্রাম পঞ্চাতের জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্যের সভা, ব্লক স্তরের দ্বিতীয় মঙ্গলবারের CHCMI &TSC ও জেলা স্তরের CHCMI &TSC'র সভার গুরুত্ব অপরিসীম। তবে এই কার্যক্রমের স্বার্থে এই সভাগুলিকে আরো ব্যাপক এবং কার্যকরী করার প্রয়োজন আছে । এই জেলার ২০১১-১২ই মাতৃমৃত্যু ৮০, শিশু মৃত্যু ১৭ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ৮৯ শতাংশ, যেখানে ২০১০-১১ই মাতৃমৃত্যু ১৩৪, শিশু মৃত্যু ৩১ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ৭৯ শতাংশ ছিল। ''জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য'' কার্যক্রম রূপায়নের পথে দুটি সাফল্যের নমুনা সংযোজিত হল ।

সাফল্য- ১

প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বাড়াতে ও শিশু মৃত্যু রোধে''জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য''

নদিয়া জেলা পরিষদের অধীন রানাঘাট -১ পঞ্চায়েত সমিতি। আনুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এই পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ।২০১০-১১ আর্থিক বছর থেকে সি.এইচ. সি.এম. আই. কার্যক্রম এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১টি গ্রাম সংসদে নিবীড়ভাবে রূপায়িত হচ্ছে। প্রত্যেকটি গ্রাম সংসদে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এবং গ্রাম উন্নয়ন সমিতির

মধ্যে জনস্বাস্থ্যের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। এখানে ৫৮৪৯ টি পরিবার, ২৪৮৬৪ জনসংখ্যা ও দুটি সাব-সেন্টার আছে। ২০১০-১১ আর্থিক বছরে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতি গ্রাম সংসদ পিছু জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম রূপায়নের জন্য ৯০০০/- টাকা করে দেওয়া হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে এবং সংসদ স্তরের জনস্বাস্থ্যের কার্যকারী কমিটির আন্তরিক তৎপরতায় পাড়ায় পাড়ায় জনস্বাস্থ্যের উপর সচেতনতা সভা, জনস্বাস্থ্যের উপর দেওয়াল লিখন, তৃতীয় শনিবারে সাব-সেন্টারে মিটিং, চতুর্থ শনিবারে গ্রাম পঞ্চায়েতে জনস্বাস্থ্যের মিটিং, পরিবারে পরিবারে গিয়ে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা জাগানো, পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা, রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যবিধান কর্মসুচীর উপর ব্যপক গুরুত্ব দেওয়া হয়। জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানে গ্রাম সংসদ স্তর পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিভাগ, শিশু ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের মধ্যে এক নিবীড় সমন্বয় সাধন করা হয়। এর ফলে অনেক মানুষের সাথে সংযোগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় এবং বিভিন্ন পরিষেবা পৌছানো ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বৃদ্ধি এবং শিশু মৃত্যু রোধে ব্যপক সাড়া পাওয়া যায়। জনস্বাস্থ্যের উপর সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি সাফল্যের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

মাস	প্রাতিষ্ঠানিক	বাড়িতে প্রসব	শিশু মৃত্যু
মার্চ ২০১২	২২	২	১
এপ্রিল ২০১২	১৭	০	০
মে ২০১২	২৫	১	০
জুন ২০১২	২৪	০	০

সাফল্য-২

কৃষ্ণনগর- ২ পঞ্চায়েত সমিতির অধীন সাধনপারা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত। এখানে ৬টি গ্রাম সংসদ আছে। প্রত্যেক গ্রাম সংসদে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন ও উন্নয়ন সমিতিতে জনস্বাস্থ্যের কমিটি গঠিত হয়েছে। উক্ত কমিটির অধীন প্রত্যেক গ্রাম সংসদে স্বনির্ভর দল জনস্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নয়নে ও রোগ প্রতিরোধে এবং সু-স্বাস্থ্য বজায়ের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। উক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন তাতলা ক্যাম্প হচ্ছে একটি গ্রাম সংসদ। এখানে কামনা স্বনির্ভর দল জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্যর কাজে নিযুক্ত।এই দল গর্ভবতী মহিলা, ০-১ বৎসরের শিশুর সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবা মূলক কার্যক্রমের সাথে সাথে পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী, যক্ষা রোগীর ঔষধ নিয়মিত খাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ তৎপর। কামনা দলের সভানেত্রী ইরাবতী নন্দী জানালেন তারা শিলপী দাস, ২০ এবং মিতা মজুমদার,২২ নামে দুজন মহিলা কে কপারটি পরার ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে এবং তাতলা সাব-সেন্টারে নিয়ে গিয়ে ইহার ব্যবস্থা করে দেয়। এই দুজন মহিলার একটি করে ১ বৎসরের বাচ্চা আছে। এই

সংসদে যক্ষারোগের প্রকোপ আছে এবং রোগীদের মধ্যে ডটস্ খাওয়ার ব্যাপারে ভীতি আছে। এই দলের মহিলারা গঙ্গা রায়, বিকাশ রায় এবং এদের ৩ টি বাচ্চা ও পরিমল শীল, ব্রজমোহন দেবনাথ নামে যক্ষা রোগাক্রান্তদের যথা সময়ে ও সার্বিকভাবে ঔষধ খাওয়ানোর ভার নেয় ও এই কর্তব্য পালন করে চলেছে। বাড়ীতে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মানের ব্যাপারে তারা সাফল্যের সাথে কাজ করছে। স্বনির্ভর দলের গ্রামের পরিবারের সাথে নিবীড় সমন্ধের জন্য জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংকট, কুসংস্কার, অসাবধনতা ও বার্তার অভাব অনেকটাই দূর হচ্ছে।

গ্রামপঞ্চায়েতের নেতৃত্বে ''জনউদ্যোগে জনস্বাস্থ্য''কর্মসূচী

গ্রামপঞ্চায়েতের সাথে জনস্বাস্থ্য ও শিশুনারী উন্নয়ন বিভাগের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে জনগনের মধ্যে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, যথাসময়ে সার্বিক পরিষেবা প্রদানে সাফল্য ও যৌথভাবে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকাঠামগত সমস্যা সমাধানে ও বিভিন্ন পরিষেবা মানুষের সন্নিকটস্থ করার ক্ষেত্রে এক বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্মিলিত ভাবে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতার প্রসার, সু-অভ্যাস, স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী, পরিবার পরিকল্পনা রূপায়ন, বাল্য বিবাহ রোধ, রোগগোপনীয়তা ও সংক্রমন রোগ প্রতিরোধ, কু-সংস্কার প্রতিরোধ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থা, সঠিক সময়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহনে তৎপরাতা, ভ্রুনহত্যা, নারীপাচার ও অসামাজিক কর্মকান্ড প্রতিরোধের মধ্যদিয়ে সুস্থ সবল সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ''জন উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য'' কর্মসূচী সদাজাগ্রত ।